সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগে নব-উদ্যম বিনিয়োগ প্রয়াস

একটি অবস্থানপত্র

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট: www.mof.gov.bd ই-মেইল: info@mof.gov.bd

জুন ২০০৯

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগে নব-উদ্যম বিনিয়োগ প্রয়াস

একটি অবস্থানপত্র

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগে নব-উদ্যম বিনিয়োগ প্রয়াস
একটি অবস্থান পত্র

মুখবন্ধ ---------- ii

১.০ প্রেক্ষিত ---------- ১

২.০ সরকারের পরিকল্পনা ও বাজেট কৌশল ---------- ২

৩.০ সম্পদ ঘাটতি ---------- ৩

৪.০ **PPP** সম্পর্কিত ধারণা ও বিভিন্ন ঙঙঙ মডেল ---------- ৪

৫.০ **PPP** উদ্যোগের সুবিধা ---------- ৫

সরকারি খাত ---------- ৫

বেসরকারি খাত ---------- ৬

জনগণ তথা ব্যবহারকারীগণ ---------- ৬

৬.০ **PPP** উদ্যোগ বাস্তবায়ন ঝুঁকি ---------- ৬

৭.০ **PPP** উদ্যোগে সম্ভাবনাময় খাত ---------- ৭

৮.০ বাংলাদেশে **PPP**-র বিদ্যমান কাঠামো ---------- ৭

৯.০ বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় **PPP** উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ---------- ৮

১০.০ বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় **PPP** উদ্যোগের আইনীভিত্তি ---------- ৯

১১.০ বিদ্যমান নীতিমালার পর্যালোচনা ও **PPP** উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত দফতর ---------- ১০

১২.০ **PPP** বাজেট খাতে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান ---------- ১১

ঋণ বা সমমূলধণ **(Equity)** তহবিলের জন্য বরাদ্দ ---------- ১১

ভর্তুকি স্বরূপ **PPP Viability Gap Funding (VGF)** এর জন্য বরাদ্দ ---------- ১২

কারিগরি সেবার ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে **PPP Technical Assistance (PPPTA)** এর জন্য বরাদ্দ ---------- ১২

১৩.০ বিনিয়োগকারীগণকে রাজস্ব প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ ---------- ১২

১৪.০ **PPP** উদ্যোগের আওতায় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং উদ্যোগ সম্পর্কে নিরন্তর ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ ---------- ১৩

PPP- এর মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ---------- ১৩

নতুন **PPP** উদ্যোগ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ ---------- ১৪

১৫.০ **PPP** উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প তালিকা ---------- ১৫

১৬.০ উপসংহার ---------- ১৫

সংযোজনী-১: **PPP** উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৬

সংযোজনী-২: বিভিন্ন দেশের **PPP** কাঠামোর তুলনা ---------- ১৯

মুখবন্ধ

ডিসেম্বর ২০০৮ এ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন ধন্য হয়ে বর্তমান সরকার জনসেবার সুযোগ পায়। নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা, রূপকল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে চলার পথ-নকশা নির্ধারণ ও সরকার গঠন প্রতিটি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ নতুনত্ব ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ আনা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, সরকারের সূচনা বাজেটে বৈচিত্র্য থাকবে এটা স্বাভাবিক। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP) খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে সরকার দেশের উন্নয়নে নবধারা সূচনা করেছে।

বাজেট হচ্ছে জনচাহিদা পূরণে সরকারের বার্ষিক কর্ম প্রয়াসের আর্থিক রূপ। জনচাহিদার প্রতিফলন হিসেবে নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ব্যয়কে জিডিপির ৩৫-৪০ শতাংশে উন্নীত করা আবশ্যক। বর্তমানে বিনিয়োগের গড় হার জিডিপির ২৪-২৫ শতাংশ। একটি প্রাক্কলনে দেখা গেছে যে, ২০১৩ সালে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য ২০০৯ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১,৯৬,০০০.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন। এ অতিরিক্ত অর্থের যোগান সরকারের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা সম্ভব নয়। উপরন্তু, চলমান বিশ্ব মন্দার প্রভাবে বিদেশী উৎস থেকেও বাড়তি আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা সংকুচিত। এ বাস্তবতায়, PPP উদ্যোগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

PPP উদ্যোগে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, যোগাযোগ এবং বন্দর উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। কারণ বিগত ৭ (সাত)টি বছরে এ খাতগুলোর উন্নয়ন বন্ধ্যাত্বে নিমজ্জিত থাকায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসার স্থবির ও সংকটাপন্ন। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে এ খাতগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন অর্থনীতির শিরায়-উপশিরায় জলসিঞ্চন করবে। উল্লিখিত খাত ছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পয়ঃ ও বর্জ্য নিষ্কাশন এবং আবাসন ইত্যাদি খাতে PPP উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়নকে সরকার স্বাগত জানাচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোগ ও উদ্ভাবন সরকারি সেবা প্রদান বা জনহিতকর সামগ্রী উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার সেখানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে প্রণোদনা দিয়ে, প্রারম্ভিক উদ্যোগ নিয়ে এবং জনহিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা করে। আমরা সেই প্রচেষ্টাই নিচ্ছি PPP বাজেট প্রণয়ন করে।

আমি বিশ্বাস করি PPP-র উদ্যোগে সরকার, বেসরকারি খাতের দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তা, জনগণ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের অন্যতম বাহন হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের একনিষ্ঠ, আন্তরিক ও কার্যকর সহযোগিতা কামনা করছি। PPP উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রয়াসে এ দলিল প্রণয়নে অর্থ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা নিরলস পরিশ্রম করেছেন আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১.০ প্রেক্ষিত

১.১ জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে বিশ্বের পশ্চাদপদ কতিপয় দেশকে সবচেয়ে স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country -LDC) হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পায়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশকে এই পর্যায়ের একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব দেশে যে সব গরীব জনগণের দৈনিক আয় মাত্র ১ মার্কিন ডলার তাদের সংখ্যা খুব বেশি। এসব দেশে শিক্ষার হার কম, শিল্প খাত অতি সংকীর্ণ এবং স্বাস্থ্যের মান খুবই নিম্ন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাথাপিছু আয় মাত্র সর্বোচ্চ ৭৫০ ডলার। বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা ৫০টি। বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করে আর এক ধরণের শ্রেণীবিভাগ করেছে। সেই বিভাজন অনুযায়ী ১০,৭২৫ মার্কিন ডলার যে দেশের মাথাপিছু আয় সেটি হলো উচ্চ আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ (Low Income Countries- LIC) হলো যাদের মাথাপিছু আয় অনূর্ধ্ব ৭৮৫ ডলার।

১.২ বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় মাত্র ৬৯৫ মার্কিন ডলার (টাকা ৪৭,৯৫৫.০০) এবং দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ (৫.৮ কোটি) বসবাস করে দারিদ্র সীমার নিচে। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে বর্তমানে ৫৬.১ শতাংশে আছে। শিল্প খাতের আয় জাতীয় আয়ের ২৯.৭ শতাংশে পৌছেছে এবং বহির্বাণিজ্যে জাতীয় আয়ের ৪০.০ শতাংশ আবৃত। নানাভাবে আমরা ১৯৭৫-৯০ সালের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে নেই। অবশ্যি আমরা এখনো স্বল্পোন্নত দেশের কাতারেই আছি। অর্থনৈতিক মানদন্ডে দেশের এ পরিচয় বিশ্ব সভায় কোনভাবেই জাতি হিসেবে আমাদেরকে মহিমান্বিত করে না। বর্তমান সরকার দারিদ্রের লজ্জা ঘুচিয়ে ২০২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশে বিনির্মাণের অঙ্গীকার করেছে যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি বিকাশমান অর্থনীতি করা হবে যা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের বাহন হবে। উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আবশ্যক হচ্ছে বর্ধিত হারে বিনিয়োগ।

১.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গতি সঞ্চারে ব্যর্থ হয়। গড় প্রবৃদ্ধির হার এই সময়ে বার্ষিক ৪ শতাংশের নীচে স্থবির ছিল। নব্বই এর দশকে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পালে হাওয়া লাগে। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে এই হার সম্মানজনক ৫ শতাংশের নীচে নামেনি। নতুন সহস্রাব্দে আমরা ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কৃতিত্ব অর্জন করি। কিন্তু আবার আমরা এক ধরণের স্থবিরতার আবর্তে নিপতিত হয়েছি। উপরন্তু, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে দেশের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে। প্রবৃদ্ধি স্থবির হওয়ার পেছনে অবকাঠামো খাত, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, বন্দর এবং যোগাযোগ খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির স্থবিরতা কাটিয়ে বাংলাদেশকে ৮-১০ শতাংশ হারে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বিনিয়োগের বর্তমান হার জিডিপি’র ২৪-২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৫-৪০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। বিনিয়োগকে জিডিপি’র ৩৫-৪০ শতাংশে উন্নীত করতে বিপুল সম্পদ অপরিহার্য। সরকারের পক্ষে এত বিপুল সম্পদের সমাবেশ ঘটানো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু চলমান বিশ্ব মন্দার কারণে বিদেশী সহযোগিতা প্রাপ্তির সুযোগ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু, সম্পদ আহরণই সরকারের জন্য একমাত্র চ্যালেঞ্জ নয়। অবকাঠামো খাতে বৃহৎ প্রকল্প বিশেষ করে অতি বিশাল (Mega Projects) প্রকৃতির প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সরকারের রয়েছে কিনা এটিও আজ বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

২.০ সরকারের পরিকল্পনা ও বাজেট কৌশল

২.১ মহাজোট সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেই উল্লেখ করেছে যে, তারা দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদি দিক-নির্দেশক পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে। সরকার ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সেই পথে এগুতে চায়। তাই সরকার ২০২১ সালের জন্য একটি রূপকল্পের কথা বলেছে এবং তার কিছুটা ধারণাও দিয়েছে। এখন সরকার ২০১০-২০২১ সালের রূপকল্প প্রণয়নে হাত দিয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সময় আরো বিস্তৃত রাখা উচিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বিবেচনা করে সরকার ২০২১ সালেই দিনবদলের সনদটিকে সীমাবদ্ধ করেছে। তবে আশা করা যায় যে, সরকারের মেয়াদের শেষ বছর হয়তো ২০৩৫- ৪০ সালের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার খসড়া রেখে যেতে পারবে। ইতোমধ্যে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প প্রণয়নের সংগে সংগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-১৫) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই ধরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের যে উদ্যোগ নেয় তাকেই ঢেলে সাজিয়ে সরকার এগিয়ে চলেছে। তাই মহাজোট সরকারের পরবর্তী চারটি বছরেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হবে প্রধান দিকনির্দেশক।

২.২ এবারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হবে সনাতনী পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকে ভিন্নধর্মী। এতে বিনিয়োগের খাতওয়ারি বিভাজনের গতানুগতিকতা পরিহার করা হবে। এতে থাকবে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা এবং সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছার বিভিন্ন সামষ্টিক ও খাতওয়ারি কৌশলাবলী। এতে থাকবে উন্নয়ন উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি এবং যৌথ খাতের ভূমিকার ইঙ্গিত ও বিবৃতি। সম্পদ ব্যবহার ও সম্পদ সৃষ্টির বিষয়ে থাকবে পাঁচসালা একটি লেফাফার ধারণা। এই পরিকল্পনায় আরো থাকবে, যে সব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বা পুনর্গঠনের প্রয়োজন হতে পারে সে সম্বন্ধেও বিচার, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ। সুশাসনের জন্য নানা পদক্ষেপ, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রতিসংক্রমের জন্য উদ্যোগ, আইনের শাসন সংহত করার জন্য পদক্ষেপ- এই সবও হবে এই পরিকল্পনার উপাদান। এই পরিকল্পনার আলোকে বর্তমানে যে তিন বছরের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রচলিত আছে তার পুনর্বিন্যাস বিবেচনা করা হবে।

২.৩ দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমে যাতে কোন শৈথিল্য না আসতে পারে সেজন্য বর্তমান সরকার শুরুতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রণীত 'এগিয়ে চলা' (২০০৯-১১) কার্যক্রমের বিবেচনা ও সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। আশা করা যায় যে, এই কার্যক্রম আগামী মাস দুয়েকে চূড়ান্ত হবে এবং তার বাস্তবায়ন আগামী অর্থবছরেই শুরু করা হবে। সরকারের ইশতেহারের প্রধান খাত ও অগ্রাধিকার মোটামুটিভাবে 'এগিয়ে চলা' প্রতিবেদনে ইতিমধ্যেই সন্নিবেশিত। তাই সংশোধন প্রধানতঃই সমন্বয় ও উপস্থাপনের বিষয়। পিআরএসপি প্রক্রিয়ায় বার্ষিক মূল্যায়ন ও সংশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সংশোধিত পিআরএসপি'র বাস্তবায়ন কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে মনে হয় না। স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই পিআরএসপি ২০১১ সালে সমাপ্ত হবে। পরবর্তীতে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে তা যথাসময়ে নির্ধারিত হবে।

২.৪ বর্তমান সরকারের ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বমন্দার যে নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর পড়ছে তার মোকাবেলা করে দিনবদলের অঙ্গীকারের পথে অগ্রসর হওয়া। তাতে একদিকে যেমন থাকবে অর্থ সংকট অন্যদিকে তেমনি প্রবল হবে অর্থব্যয়ের চাপ। কর্মসংস্থানের জন্য, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য, কৃষি ও গ্রামীণ খাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনকল্পে,

রফতানি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য আমাদের অর্থসংস্থান করতে হবে। আবার ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য বিনিয়োগের দাবী হবে ব্যাপক। এই পরিস্থিতিতে সরকার যেমন রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা চাইছে, ঠিক তেমনি বিনিয়োগের জন্য সরকারি সঞ্চয়ের বাইরেও অন্যান্য সূত্রে সম্পদ আহরণ করে জনহিতকর দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহে সাফল্য আশা করছে। অন্যান্য সূত্রের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ও বৈদেশিক সম্পদকে সরকার উৎসাহ, প্রণোদনা ও সুযোগ করে দিতে চায়। এই লক্ষ্যে মন্দা মোকাবেলার জন্য কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। সরকারের রাজস্ব আয়ের নতুন সুযোগ খোঁজা হচ্ছে। বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং নতুন একটি উপায় হিসেবে PPP বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৩.০ সম্পদ ঘাটতি

৩.১ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং রূপকল্প অনুযায়ী ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাহন হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়ন- বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, বন্দর, যোগাযোগ, খাবার পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০১৪ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য বিনিয়োগ চাহিদার একটি প্রাথমিক প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণে বিনিয়োগ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জিত হবে এমন একটি আশাবাদী অবস্থা অনুমান করে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে উল্লিখিত বছরগুলোর জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বিনিয়োগের প্রাক্কলন থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সাকুল্যে প্রায় ২৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার পরিমাণ সম্পদের ঘাটতির একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেছে (সারণী-১)। সম্পদ ঘাটতি পূরণে নবোদ্যমে (Invigorated) PPP উদ্যোগের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের সম্পদ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

সারণী ১- প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিনিয়োগ ও ঘাটতির পরিমাণ (আশাবাদী অবস্থার ভিত্তিতে)

বছর	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	৬.০০	৬.৮০	৭.৫০	৮.০০	৮.০০
প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	২৪.৫৯	৩০.৬৩	৩৭.১৮	৪৩.৮০	৪৯.৬৯
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৪.০০	২৭.২০	২৯.২৫	৩০.৪০	৩০.৪০
এমটিএমএফ* এর বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	২৩.৫৫	২৭.১০	৩১.৩৬	৩৫.৫৪	৪০.২৯
বিনিয়োগ ঘাটতির পরিমাণ (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	১.০৪	৩.৫৩	৫.৮২	৮.২৭	৯.৪০

সূত্র: অর্থ বিভাগের নিজস্ব প্রাথমিক প্রাক্কলন

* এমটিএমএফ- Medium Term Macroeconomic Framework (মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো)

৩.২ প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জন্য বিনিয়োগ ঘাটতি ১.০৪ বিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণ বিনিয়োগ PPP উদ্যোগে আকর্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বড় ধাক্কা (Big Push) দেয়ার

মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে আগ্রহী করার অভিপ্রায়ে আগামী অর্থ বছরের বাজেট পরিকল্পনার অংশ হিসেবে PPP খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪.০ PPP সম্পর্কিত ধারণা ও বিভিন্ন PPP মডেল

৪.১ সাধারণত সরকারের যে কোন ধরণের নির্মাণ কাজ বা সরবরাহ দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোন ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় বা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ ধরণের ক্রয় বা সংগ্রহ এককালীন এবং এতে নির্মাণকালীন সময় অথবা সরবরাহ সমাপ্ত হলে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর দায়-দায়িত্ব থাকে না।

৪.২ PPP উদ্যোগে সরকারের অনুমোদন ও সহায়তায় বেসরকারি খাতের অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণাধীন অবকাঠামো থেকে সরকার ও জনগণ চুক্তিকৃত মূল্য বা ফি পরিশোধের মাধ্যমে সেবা ক্রয় ও সংগ্রহ করে। PPP-র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

- বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্মাণের অর্থ সংগ্রহ করে
- বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ করে
- অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট আর্থিক এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি মূলত বেসরকারি খাত বহন করে
- সরকার বা জনগণ নির্ধারিত মূল্য, ফি বা চার্জ পরিশোধ করে সেবা গ্রহণ করে
- বেসরকারি খাত এককভাবে চুক্তিকৃত মূল্য, ফি বা চার্জ বৃদ্ধি করতে পারে না
- দীর্ঘ মেয়াদি (১৫ থেকে ৩০ বছর) চুক্তির আওতায় PPP উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়

PPP বাস্তবায়নের বিভিন্ন মডেল

৪.৩ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে PPP উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন্ ধরণের অবকাঠামো নির্মাণে কোন্ মডেল ব্যবহার করা হবে তা মূলত নির্ধারণ করা হয় সংশ্লিষ্ট খাত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ) এবং প্রকল্পের ধরণের ওপর। বর্তমানে বহুল প্রচলিত কয়েকটি মডেল হলো-

- **BOO-** এই মডেলভুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ-মালিকানা-পরিচালনা (build-own-operate) বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনায় থাকে। এ জাতীয় মডেলের আওতায় উন্নয়নকৃত অবকাঠামো পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে একক বিদ্যুৎ উৎপাদক (Independent Power Producer- IPP) ব্যবস্থাটি মূলত BOO মডেলের আওতায় কার্যক্রম চালাচ্ছে;

- **BOT-** এই ধরণের মডেলে অবকাঠামো নির্মাণ-পরিচালনা-হস্তান্তর (build-operate-transfer) চুক্তির আওতায় এটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। চুক্তিবদ্ধ সময় উত্তীর্ণ হলে অবকাঠামো পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তর হয়;

- **BOOT-** এই ধরণের মডেলটি BOT মডেলের একটি বর্ধিত রূপ। এ পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ-মালিকানা-পরিচালনা-হস্তান্তর (build-own-operate-transfer) চুক্তির আওতায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেসরকারি খাতের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। চুক্তিবদ্ধ সময় উত্তীর্ণ হলে অবকাঠামোর মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তর হয়।

৪.৪ উপরোল্লিখিত মডেল ছাড়াও আরো কিছু মডেল রয়েছে যার আওতায় PPP উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সৃষ্ট সেবা ক্রয় করা হয়। যেমন, কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যৌথ অর্থায়নে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠা পেল অথবা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্য সেবার সমুদয় দায়িত্ব কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করলো এবং সেজন্য সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের দায়িত্ব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হলো। এসব মডেলে প্রধান ধারণাটি হলো সেবা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেসরকারি খাতে কোন চুক্তির আওতায় ন্যস্ত করা।

৫.০ PPP উদ্যোগের সুবিধা

৫.১ PPP উদ্যোগ কার্যকরী করার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ আকৃষ্ট করা গেলে এর সাথে যুক্ত তিনটি পক্ষই যথা-সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং জনগণ নিজ নিজ সুফল ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সকল পক্ষের জন্য লাভজনক হওয়ার বিষয়টি প্রকল্পভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। PPP উদ্যোগের সাথে যুক্ত তিনটি পক্ষের সম্ভাব্য লাভসমূহ নিম্নরূপ-

ক. সরকারি খাত

- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায়-** অবকাঠামো উন্নয়ন খাতের জন্য বিনিয়োগ ব্যয় বেসরকারি খাত বহন করায় সরকারকে কোন নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হয় না, ফলে সুদও পরিশোধ করার প্রয়োজন পড়ে না। এতে ঋণের বাজারে কোন বাড়তি চাপ না থাকায় সুদের হারের ওপর কোন উর্ধ্বমুখী চাপ পড়ে না। অর্থনীতিতে নতুন করে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয় না।
- **বেসরকারি খাতের সৃজনশীলতা আহরন-** বেসরকারি খাত অবকাঠামো উন্নয়নের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে বিধায় সবচেয়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী বিনিয়োগের উপায় ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এতে ব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য প্রাপ্তির (Best source of value for money gain) পথ সুগম হয়।
- **অবকাঠামোর জীবনকালে (Lifecycle) যৌক্তিক ব্যয় প্রাক্কলন-** বেসরকারি খাতের একটি প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা অবকাঠামোর ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় যুক্ত থেকে এ জাতীয় প্রকল্প সমন্বিত ডিজাইনের আওতায় বাস্তবায়ন করে। ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত জীবনকাল পর্যন্ত সচল থাকার নির্ভরতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক ব্যয় প্রাক্কলন সম্ভব হয়।
- **উপযুক্ত সময়ে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন-** সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে যথাসময়ে বিনিয়োগ করতে না পারায় কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন ব্যাহত হয়। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে যথাসময়ে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাড়তি বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষমতা সৃজন করে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়।

খ. বেসরকারি খাত

- **নতুন ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ**- PPP উদ্যোগ বেসরকারি খাতে নতুন ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দেয়। প্রথাগতভাবে যে সমস্ত খাতে সরকারের একক বিনিয়োগের প্রাধান্য থাকে সে সমস্ত খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী হয়।
- **ব্যবসায় সৃজনশীলতার চর্চা বৃদ্ধি**- বেসরকারি খাত সনাতন পদ্ধতিতে শুধু নির্মাণ বা পণ্য সরবরাহ থেকে বেরিয়ে PPP উদ্যোগ বাস্তবায়নে অর্থায়ন, নির্মাণ, মালিকানা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় যুক্ত হয় বিধায় তাদেরকে নতুন নতুন সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হয়।

গ. জনগণ তথা ব্যবহারকারীগণ

- **জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা**- বেসরকারি খাতকে নির্ধারিত মূল্য, ফি বা চার্জ প্রদানের মাধ্যমে সেবা ক্রয় করা হয় বিধায় সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার, জনগণ তথা ব্যবহারকারীগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।
- **অধিক দায়িত্বশীল সরকার** - সরকারের অনুমোদনে বেসরকারি খাতের নিকট হতে জনগণ সেবা ক্রয় করে বিধায় চুক্তির শর্তানুযায়ী সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধানে সরকার অধিক দায়িত্ব পরায়ণ হয়।
- **নিরাপদ অবকাঠামোর নিশ্চয়তা**- বেসরকারি খাতের অর্থায়নে অবকাঠামো উন্নয়ন হয় বিধায় এর দূর্ঘটনা বা নিরাপত্তাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির দায় বেসরকারি খাতকে বহন করতে হয়। ফলে সকল স্তরে অধিক নির্ভরযোগ্য ও মান সম্পন্ন ব্যবস্থাদি নেয়া হয়।

৬.০ PPP উদ্যোগ বাস্তবায়ন ঝুঁকি

৬.১ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে কোন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হলে আপাতদৃষ্টিতে সেটিতে সরকারের কোন ঝুঁকি নেই। এধরণের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের সরাসরি কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না অথবা যৎসামান্য বিনিয়োগ করতে হয়। আর্থিক ঝুঁকি না থাকলেও কতিপয় বিষয়ে যথেষ্ট ঝুঁকির আশংকা থাকে। PPP উদ্যোগের উল্লেখ্যযোগ্য ঝুঁকিসমূহ হলো-

- সরকার তথা জনগণের সম্পদ-সম্পত্তির স্বত্ব হারানোর আশংকা
- অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ফাঁপিয়ে (**Inflated Cost**) অনুমোদনের ঝুঁকি
- অবকাঠামো ব্যবহার মূল্য, ফি বা চার্জ নির্ধারণে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা
- চুক্তিবদ্ধ সময়ের পরে সরকারের কাছে হস্তান্তর পরবর্তী অবকাঠামো অকার্যকর হওয়ার ঝুঁকি

৬.২ সরকার কর্তৃক যথাযথ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, দক্ষ উপায়ে বিভিন্ন চুক্তিতে প্রয়োজনীয় শর্তাদি অন্তর্ভুক্তকরণ, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন এসকল কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পেশাজীবী জনবল নিয়োগ এবং বাজারের প্রতিযোগিতামূলক হারে তাদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

৭.০ PPP উদ্যোগে সম্ভাবনাময় খাত

কয়েকটি নির্দিষ্ট খাত ব্যতীত (জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট) অর্থনীতির প্রায় সকল খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সরকার আগ্রহী এবং আন্তরিক। তবে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো। কিন্তু বিগত প্রায় ৭ (সাত) বছরে অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে এটি স্থবির ও সংকটাপন্ন। দেশের উন্নয়নে দিনবদলের চাহিদার কথা অনুধাবন করে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অবকাঠামো উন্নয়ন -বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে নিম্নলিখিত খাতসমূহে উচ্চহারে বিনিয়োগের লক্ষ্যে PPP উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে:

- **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী**
- **যোগাযোগ অবকাঠামো (সড়ক, রেল, বন্দর, বিমান পোত ও নৌ-পরিবহণ)**
- **বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন**
- **তথ্য প্রযুক্তি**
- **বিমান চলাচল ব্যবস্থা ও পর্যটন**
- **শিল্প**
- **শিক্ষা (বিশেষ করে মাধ্যমিক ও কারিগরি) ও গবেষণা**
- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ**
- **আবাসন, ইত্যাদি**

৮.০ বাংলাদেশে PPP-র বিদ্যমান কাঠামো

সরকারিভাবে প্রথম ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। সরকারি উদ্যোগে অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগে অর্থায়নের জন্য ১৯৯৭ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে Infrastructure Development Company Ltd (IDCOL) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই সাথে এ ধরণের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে ২০০৪ সালে Public-Private Partnership (PPP)- এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines- PSIG জারি করা হয়, যা বাংলাদেশে PPP পদ্ধতির বিদ্যমান ভিত্তি । সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য PPP ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নধর্মী প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ৫-বছর মেয়াদি Investment Promotion and Financing Facility (IPFF) শীর্ষক প্রকল্পে ৪১৮.৪ কোটি টাকার (৬০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার-এর সমপরিমাণ) তহবিল সৃজন করা হয়। অতঃপর ২০০৮ সালে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এসব উদ্যোগের ফলে সীমিত পরিসরে কতিপয় ছোট আকারের অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন করা গেলেও দেশের বিরাট চাহিদা এবং সম্ভাবনার তুলনায় তা অত্যন্ত অপ্রতুল। এ পরিস্থিতিতে জন-জীবনে দুর্ভোগ হ্রাস এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন-কে বেগবান করার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে PPP সংশ্লিষ্ট কাঠামো এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৯.০ বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় PPP উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৯.১ PPP উদ্যোগে বেসরকারি খাত কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে এবং এগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তায় এ পর্যন্ত প্রায় ২৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (সংযোজনী-১)। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে ১৮টি, টেলিযোগাযোগ খাতে ৬টি, বন্দর অবকাঠামো খাতে ২টি এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতের ১টি। নিম্নে PPP প্রকল্প বাস্তবায়নে যুক্ত উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের অবদান সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

ক. IDCOL- এই সরকারি কোম্পানির মাধ্যমে PPP উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পে অর্থায়ন ও অর্থায়ন সম্পর্কিত মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব সম্পাদন করা হয়। এ পর্যন্ত PPP -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ২২টি প্রকল্পে IDCOL কর্তৃক প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

খ. IPFF- এই প্রকল্পের আওতায় PPP উদ্যোগে বিদ্যুৎ খাতের ৫টি প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে প্রায় ১৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃজন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়ে জাতীয় গ্রিডে প্রায় ৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হয়েছে। অপর দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উল্লিখিত ৫টি প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮৬৭.০৫ কোটি টাকা। এ ব্যয়ের মধ্যে IPFF কর্তৃক অর্থায়ন ৪৪১.০২ কোটি টাকা (যা মোট ব্যয়ের ৫১ %), বেসরকারি উদ্যোক্তার নিজস্ব অর্থায়ন ২৮০.৪৬ কোটি টাকা (যা মোট ব্যয়ের ৩২ %) এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের অর্থায়ন ১৪৫.৫৮ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ১৭ %)।

গ. IIFC- এটিও একটি সরকারি কোম্পানি যার প্রধান কাজ হচ্ছে PPP উদ্যোগে গ্রহণযোগ্য প্রকল্প উন্নয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প ডিজাইন, কারিগরি, প্রকৌশল, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা। IIFC এ পর্যন্ত ৩০ টি প্রকল্প উন্নয়ন সেবা, ৮টি প্রকল্পে কারিগরি সেবা এবং ১৬টি প্রকল্পে পরামর্শক সেবা প্রদান করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে PPP উদ্যোগে যেসমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার প্রায় সবকটিতে IIFC –এর সেবা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২ বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় অন্য ধরণের PPP উদ্যোগে বহুদিন ধরেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (ADP) অধীনে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় যেগুলো মূলতঃ বেসরকারি খাতের উদ্যোগ। এই সব উদ্যোগ প্রায়শই শিক্ষা, গবেষণা বা স্বাস্থ্যখাতে সীমিত ছিল। বারডেম হাসপাতাল বিগত শতাব্দীর ৭০ ও ৮০-র দশকে এডিপি-র অধীনে বাস্তবায়িত হয় কিন্তু তার দায়িত্বে ছিল ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন। এক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যৌথ উদ্যোগে প্রায়ই স্থাপিত হতো এবং নির্দিষ্ট অনুপাতে (যথা ৮০ শতাংশ) ব্যক্তি সহায়তা মিললে দাতার নামানুসারেও তা স্থাপন করা যেত। বিভিন্ন এলাকায় জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত বিনোদন কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, খেলার সুযোগ ইত্যাদিও এই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হতো। বর্তমানেও এ রকম বহু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যথা- বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের দালান কোঠা, বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ইত্যাদি। সরকারি অংশীদারিত্ব অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণ বা জমির লীজ প্রদান বা কোন নির্মাণ কাজের জন্য একটি হিস্যা বা কোন প্রকল্পের জন্য বীজ অর্থায়ন। এ সকল উদ্যোগকে পুনরুজ্জীবিত করতে বর্তমান PPP বাজেট একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

১০.০ বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় PPP উদ্যোগের আইনীভিত্তি

১০.১ PPP উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো যথেষ্ট কিনা তা প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ এবং অর্থায়ন প্রক্রিয়া-এই উভয় দিক থেকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১০.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০০৪ সালে জারিকৃত Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (PSIG)-টি PPP-এর আওতায় কার্য নির্বাহের বিদ্যমান নীতিমালা । এটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন আইনের অধীনে জারি করা হয়নি। ফলে PSIG-২০০৪ এর আওতায় বেসরকারি খাত কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন এবং অর্থায়ন গণখাতে ক্রয় বিধিমালা (Public Procurement Regulation-PPR)- -২০০৩ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং অস্পষ্টতা ছিল। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গণখাতে ক্রয় আইন (Public Procurement Act- PPA)-২০০৬ অনুমোদিত হয়। গণ খাতে ক্রয় আইন ২০০৬ এর ৬৬ নম্বর ধারায় কনসেশন চুক্তি সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সরকারকে PPP সম্পর্কিত স্বতন্ত্র গাইডলাইন প্রণয়নের আইনগত এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে।

১০.৩ সরকার কর্তৃক ২০০৮ সালে জারিকৃত গণখাতে ক্রয় বিধিমালার (Public Procurement Rules -PPR) ১২৯ নম্বর বিধিতে PPP-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি (মডেল) সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, আপাততঃ PPA-২০০৬ এর ৬৬ নম্বর ধারা এবং PPR-২০০৮ এর ১২৯ নম্বর বিধিই PPP-পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও চুক্তি সম্পাদনের আইনগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ফলে বিদ্যমান কাঠামোর অধীনে PPP-উদ্যোগে বেসরকারি খাত কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে। তবে ভবিষ্যতে PPP-র আওতায় বিনিয়োগ গভীরতা বৃদ্ধি পেলে সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় এনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ, সুষ্ঠু জবাবদিহিতা এবং পেশাগত আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নসহ যথাযথ আইনী কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

১০.৪ সরকার কর্তৃক বর্তমানে IDCOL এবং IPFF এর মাধ্যমে PPP উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে IDCOL কোম্পানি আইনে সৃষ্ট একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। অপরদিকে IPFF -৫বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প। IDCOL কোম্পানি আইনের অধীনে সৃষ্টি হওয়ায় এর মাধ্যমে বৃহদাকারের প্রকল্পে অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করার জন্য সকল ধরনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক উপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণীত না হওয়ায় বড় তহবিল সংগ্রহের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া, সরকার কি উপায়ে অবকাঠামো খাতে PPP উদ্যোগে অর্থায়ন করবে এ সম্পর্কে একটা অস্পষ্টতা এবং দ্বিধা রয়েছে। বিভিন্ন খাতের (ব্যাংক, বীমা, পেনশন তহবিল) অর্থের সমন্বয়ে নতুন তহবিল গঠনের জন্য আইনী কাঠামোর প্রয়োজন হবে। তবে আপাতত সরকার IDCOL- এর মাধ্যমে অবকাঠামো বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তহবিলে অর্থ সরবরাহ (মূলধন বা ঋণ হিসেবে) করতে পারে।

১১.০ বিদ্যমান নীতিমালার পর্যালোচনা ও PPP উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত দফতর

১১.১ বিদ্যমান Private Sector Infrastructure Guidelines (PSIG)- ২০০৪ এর আওতায় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, যাচাই-বাছাই, অনুমোদন, দরপত্র আহবান, বাস্তবায়ন এবং এসব কার্য সম্পাদনের জন্য গাইড

লাইনস্-এ বর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্য-পরিধি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। PSIG-২০০৪ এর আওতায় গঠিত Private Infrastructure Committee (PICOM) এর আকার, কার্য-পরিধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ভারত ও ফিলিপাইনে অনুসৃত PPP- এর নীতিমালা, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর তুলনা করে কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে (সংযোজনী-২)।

১১.২ PICOM আকারে অনেক বড় এবং এটি PPP উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত নয়। PICOM প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, ত্বরান্বিতকরণ, পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং প্রসারমূলক সকল কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প প্রণোদনা ও উৎসাহদানের জন্য বর্তমান ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। বিদ্যমান PSIG-২০০৪ এর আওতায় যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেগুলোতে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই, সুপারিশ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াকরণ, দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা পর্যায়ে একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া এসব কাজে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। ফলে এসকল কাজ সবসময় একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সম্পাদন না করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগ থেকে করা হচ্ছে। এতে একদিকে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয় এবং অপরদিকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া তেমন সংহত বা যৌক্তিক নয়। প্রকল্প অনুমোদন দ্রুতায়িত করার জন্য প্রকল্পের জন্য মডেল ছক বা মডেল চুক্তিপত্র থাকলে ভাল হতো। সর্বোপরি PPP-কে জোরদার করতে ও PPP বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি নিবেদিত দফতরের প্রয়োজন।

১১.৩ PSIG-২০০৪-এর উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাসমূহ কাটিয়ে নীতিমালাটিকে কার্যকর ও বিনিয়োগ বান্ধব করা এবং অন্যান্য দেশের গাইডলাইন বা আইনের সাথে তুলনা করে এটিকে আরো সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট এবং সহজ করার মাধ্যমে অবকাঠামো খাতে প্রয়োজনীয় বর্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার উদ্যোগ নেয়া অপরিহার্য। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের সূচনা বছরে PPP উদ্যোগে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণকে ইতিবাচক সংকেত প্রদানের মাধ্যমে আস্থার পরিবেশ তৈরী কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত।

১১.৪ বর্তমান সরকার বিদ্যমান PPP কাঠামোটিকে সত্যিকারভাবে একটি গতিশীল ও চৌকশ নতুন PPP উদ্যোগের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫(পাঁচ) টি মূল কৌশল অবলম্বনের কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে। কৌশলসমূহ হলো -

- **বিদ্যমান PSIG-২০০৪ এ বর্ণিত নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার**
- **PPP বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি নিবেদিত ইউনিট স্থাপন**
- **PPP বাজেট খাতে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান**
- **বিনিয়োগকারীগণকে রাজস্ব প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ**
- **নতুন PPP উদ্যোগ সম্পর্কে নিরন্তর ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ**

১১.৫ PSIG নীতিমালা ও তদাধীনে প্রতিষ্ঠিত PICOM কাঠামোর সংস্কার সাধনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করা যায় যে, এই কাজটি দুই মাসে সম্পন্ন হবে। একটি নিবেদিত PPP ইউনিট তিন মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং PPP বাজেট তখন কার্যকরি হবে।

- **সরকারি ও বেসরকারি খাত হতে দক্ষ কর্মকর্তা, বিনিয়োগকারী, বিশেষজ্ঞ, বর্তমান সময়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসা উদ্যোক্তার সমন্বয়ে PSIG-২০০৪ এর প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা**
- **প্রস্তাবিত কমিটি কর্তৃক বিদ্যমান PSIG সংস্কার, আইনী দিকসমূহ পর্যালোচনা, PPP Unit-এর কাঠামো, প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট প্রমিত (Standard Format) ছক এবং মডেল চুক্তিপত্র প্রণয়ন**

১২.০ PPP বাজেট খাতে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান

১২.১ নব PPP উদ্যোগে সরকারের আগ্রহ এবং দৃঢ় অবস্থান সম্পর্কে বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণকে আস্থাবান করার প্রত্যয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হিসেবে চিহ্নিত না করে এটিকে আস্থার পরিবেশ তৈরীর নিদর্শন হিসেবে দেখাই শ্রেয় হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা হতে PPP উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট তালিকা ও বাস্তবায়নসূচী পাওয়া গেলে বর্তমান বছরের বরাদ্দ হ্রাস- বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একই সাথে পরবর্তী অর্থবছরসমূহে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই খাতে বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত থাকবে। মূলত ৩ (তিন)টি ভাগে প্রস্তাবিত PPP বরাদ্দ বিভাজন করা হচ্ছে।

- **ঋণ বা সমমূলধণ (Equity) তহবিলের জন্য বরাদ্দ**
- **ভর্তুকি স্বরূপ PPP Viability Gap Funding (VGF) এর জন্য বরাদ্দ**
- **কারিগরি সেবার ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে PPP Technical Assistance (PPPTA) এর জন্য বরাদ্দ**

ঋণ বা সমমূলধণ (Equity) তহবিলের জন্য বরাদ্দ

১২.২ অবকাঠামো খাতে IDCOL এবং IPFF এর মাধ্যমে অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এগুলোতে বর্ধিত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি অতি জরুরীভিত্তিতে IDCOL-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে এটি সরকারের বিশেষ দায়িত্বের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন commercial papers-সহ দীর্ঘ মেয়াদি অবকাঠামো বন্ড ইস্যু এবং পুঁজি বাজারের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বৃহদাকারের তহবিলের যোগান দিতে পারে। PPP উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পে অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ঋণ বা সমমূলধণ বিনিয়োগ খাতে ২১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

১২.৩ ভবিষ্যতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে Bangladesh Infrastructure Investment Fund (BIIF) নামে নতুন তহবিল সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই BIIF তহবিলের অর্থ PPP উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২.৪ সরকার Securitization এর মাধ্যমে ঋণ-কে বিনিময়যোগ্য debt securities –এ রূপান্তরের মাধ্যমে তা বিক্রয়ের দ্বারা তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে যমুনা সেতু বা প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু Securitization করে তহবিল সংগ্রহের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আছে।

ভর্তুকি স্বরূপ PPP Viability Gap Funding এর জন্য বরাদ্দ

১২.৫ যে সমস্ত PPP উদ্যোগ থেকে বেসরকারি উদ্যোক্তা Full cost recovery basis এ সেবার মূল্য বা ভোক্তা চার্জ নির্ধারণ করতে পারবে না সে সমস্ত উদ্যোগে PPP Viability Gap Funding এর জন্য অর্থ বিভাগের অধীনে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ভর্তুকি অংশে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। PPP প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট চুক্তির অধীনে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

কারিগরি সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য PPP Technical Assistance (PPPTA) খাতে বরাদ্দ

১২.৬ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রকল্প উন্নয়নে কারিগরি সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য PPP Technical Assistance খাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। **PPP** প্রকল্পের কারিগরি সেবা গ্রহণের ব্যয় এ খাতের বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে IIFC এ কাজে যুক্ত থাকবে। **PPP** প্রকল্পের কারিগরি সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সাহায্য, মঞ্জুরী খাতে ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩.০ বিনিয়োগকারীগণকে রাজস্ব প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ

বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য মূলত তিনটি ভাগে রাজস্ব প্রণোদনা দেয়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে। একটি হলো এ সংক্রান্ত উদ্যোগে বিনিয়োগের ওপর অর্থাৎ অর্থায়ন পর্যায়ে, অপর দুটি- অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিচালনা স্তরে।

প্রস্তাবিত নীতি কৌশল

- **PPP প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন আর্থিক, ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রতিষ্ঠান হতে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে সে বিনিয়োগে কর অব্যাহতি বা সর্বনিম্ন হারে কর প্রদান।**
- **PPP উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট মূলধন সামগ্রী আমদানীতে শুল্ক সুবিধা (সর্বনিম্ন হারে) এবং পরিচালনা থেকে উদ্ভুত মুনাফা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বনিম্ন হারে কর প্রদানের সুযোগ প্রদান।**

১৪.০ PPP উদ্যোগের আওতায় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং উদ্যোগ সম্পর্কে নিরন্তর ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ

১৪.১ PPP উদ্যোগ গ্রহণের ধারণাটি একেবারেই আনকোরা না হলেও বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়নি। ফলে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা বিভিন্ন খাতে এ জাতীয় উদ্যোগের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে এখনো পিছিয়ে আছে। একইভাবে বাংলাদেশে PPP উদ্যোগ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারেরও কোন কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। এ বিষয়ে অতি দ্রুত নিম্ন উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে-

- **PPP- এর মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ**
- **নতুন PPP উদ্যোগ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ**

PPP- এর মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ

১৪.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা-র নিকট PPP উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য কিছু প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, জরুরীভাবে একটি কারিগরি সমীক্ষা (Technical Study) গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় খাত ও প্রকল্প চিহ্নিত করে তা প্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রস্তাবিত নীতি কৌশল

- ⇨ কারিগরি সমীক্ষায় মূলত **PPP** উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং তা অর্থায়নের লক্ষ্যে নতুন তহবিল সৃষ্টির কাঠামো, আইনগত প্রক্রিয়া ও স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের পথ নকশা (**Road map**) প্রণয়ন করা হবে
- ⇨ সমীক্ষায় চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক (এক বছরের মধ্যে, দুই বছরের মধ্যে, ২০১৩ সালের মধ্যে) বাস্তবায়নসূচি এবং সম্ভাব্য ব্যয় সন্নিবেশ করা হবে।
- ⇨ **IIFC** কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকবে।
- ⇨ কারিগরি সমীক্ষার যাবতীয় ব্যয় অর্থ বিভাগ কর্তৃক **PPPTA**-এর বরাদ্দ থেকে বহন করা হবে।
- ⇨ সমীক্ষাটি ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

নতুন PPP উদ্যোগ ব্যাপক প্রচারের বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ

১৪.৩ বর্তমান নবোদ্যম (Invigorated) PPP উদ্যোগের বিষয়ে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। বহুমুখী প্রচারনার কাজটি PPP Unit–এর আওতায় সম্পাদন করা যায়। বহুমুখী প্রচারণাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত নীতি কৌশল

- ⇨ ব্যাপক প্রচারের জন্য **www.pppinbd.com** নামে নতুন একটি ওয়েব সাইট চালু করা হবে।
- ⇨ নিবেদিত ওয়েব সাইটে লিংক স্থাপনের মাধ্যমে খাতওয়ারি বিজ্ঞাপন প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- ⇨ দেশী বিদেশী বহুল পরিচিত সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও জার্নালে বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ⇨ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী, অবকাঠামো খাতের তহবিল ব্যবস্থাপক, উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে সম্মেলন, রোড শো ইত্যাদির আয়োজন করা হবে।

১৫.০ PPP উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প তালিকা

১৫.১ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে সরকার কতিপয় বিশাল আকারের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এধরনের প্রকল্পের জনচাহিদা এবং এগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। বিশাল আকারের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ৫-৭ বছর সময় লাগবে। এ প্রকল্পগুলোর বাইরে স্বল্প সময়ে এবং মোটামুটি অল্প ব্যয়ে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প বিশেষ করে ছোট ছোট সংযোগ সেতু, ফ্লাইওভার এবং আন্ডার পাস বা টানেল নির্মাণের উদ্যোগ জরুরীভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বড় বড় শহরের অভ্যন্তরীণ (ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য বড় শহর) যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও নিরাপদ করা যায়। নিম্নে তিনটি শ্রেণীতে PPP উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের একটি প্রাথমিক তালিকা সন্নিবেশ করা হলো-

ক. জনগুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অতি বিশাল (Mega Project) প্রকল্পের তালিকা

খাত	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় বিলিয়ন ইউএস ডলার	PPP উদ্যোগে বাস্তবায়ন মডেল
যোগাযোগ	১। ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সসেস কন্ট্রোল হাইওয়ে নির্মাণ	৩.০২	BOOT
	২। ঢাকা মহানগর বেস্টন করে আকাশ রেল নির্মাণ	২.৮০	BOOT
	৩। ঢাকা মহানগরে পাতাল রেল পথ নির্মাণ	৩.১০	BOOT/ BOT
	৪। ঢাকা মহানগরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	১.২৩	BOOT/ BOT
	৫। ঢাকা - নারায়ণগঞ্জ - গাজীপুর - ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	১.৯০	BOOT/ BOT
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	১। বিভিন্ন এলাকায় কয়লাভিত্তিক অথবা ডিজেল ও গ্যাসভিত্তিক ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন চারটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	১.৮০	BOO/ BOT
নৌ-পরিবহন	১। চট্টগ্রামে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ		BOOT/ BOT
	মোট (চট্টগ্রামে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত)	**১৩.৮৫**	

খ. জনগুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্পের তালিকা

খাত	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় কোটি টাকা	PPP উদ্যোগে বাস্তবায়ন মডেল
যোগাযোগ	১। দ্রুত বাস পরিবহন (Bus Rapid Transit –BRT)	১৫.০০	BOO
	২। আরামদায়ক বাস সার্ভিস (Articulated Bus Service)	৫.০০	BOO
	৩। বিভিন্ন রুটে চলাচলে ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যবস্থা প্রবর্তন (Bus Route Francise-BRF)	৫.০০	BOO

গ. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি খাতে প্রকল্পের তালিকা

খাত	প্রকল্পের নাম
যোগাযোগ	১। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় (কতিপয় জেলা) সমুদয় স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্ব গ্রহণ
	২। ক্যান্সার বা অন্য কোন হাসপাতাল
শিক্ষা	১। মানসম্মত মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
	২। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অডিটরিয়াম ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ
	৩। বিদ্যমান স্নাতক কলেজের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ অথবা মনোন্নয়ন
	৪। নির্দিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রতিষ্ঠানে নিবেদিত ফাউন্ডেশন স্থাপন

১৬.০ উপসংহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে আসিয়ান ও সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশ PPP উদ্যোগ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে একদিকে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি ছাড়াই অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা অর্থনীতিতে যুক্ত করে সেসব দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার দুই অংকে (Double Digit) উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদেরকেও উন্নয়নের মহাসড়কে প্রতিবেশীসহ অন্যান্য দেশের সাথে সমানভাবে চলতে হলে অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। বিশ্ব মন্দার এ সংকটময় মুহূর্তে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে PPP উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়ন করার মাধ্যমে ২০১৩ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তব অবয়ব পাবে বলে আশা করা যায়। অর্থনীতির এই কাঙ্খিত বুনিয়াদ স্থাপনের দ্বারা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত হয়ে তা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ সালে এক সমৃদ্ধ, উন্নত ও কল্যাণধর্মী বাংলাদেশের রূপকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

PPP উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

IDCOL কর্তৃক অর্থায়িত (আংশিক) PPP উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

প্রকল্পের খাত	প্রকল্পের নাম	PPP মডেল	প্রকল্পের ব্যয় (কোটি টাকা)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১. মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	২১০০
	২. সামিট পাওয়ার ৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১২৫
	৩. সামিট উত্তরাঞ্চল বিদ্যুৎ কোম্পানির আওতায় ৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১৯৭
	৪. সামিট পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ কোম্পানির আওতায় ৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	৩০০
	৫. VERL ৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা	BOO	১২০
	৬. VEDL ৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট	BOO	১৮৩
	৭. ঢাকা ইপিজেড-এ মালঞ্চ হোল্ডিং লি. এর ৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১৬৫
	৮. শাহ সিমেন্ট ১১.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কেপটিভ পাওয়ার প্লান্ট	৫৯
	৯. থার্মেক্স ট্রেডের সিএনজি স্টেশন নির্মাণ	পেট্রোবাংলার লাইসেন্সের আওতায়	৫.৫০
নবায়ন-যোগ্য জ্বালানি	১০. IDCOL সোলার এনার্জি প্রোগ্রাম	এনজিও এবং বেসরকারি খাত কর্তৃক বাস্তবায়িত	২০০৬
	১১. জাতীয় বায়োগ্যাস জৈব সার প্রকল্প		২১৫
	১২. বায়োমাস ভিত্তিক ২৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প	বিইআরসি-র লাইসেন্স-এর আওতায়	২.৫০
	১৩. বায়োগ্যাস ভিত্তিক ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প	সরকারি লাইসেন্স-এর আওতায়	০.৫০
বন্দর ও যোগাযোগ	১৪. পানামা হিলি স্থল বন্দর নির্মাণ	BOT	১৮
	১৫. পানামা সোনামসজিদ স্থল বন্দর নির্মাণ	BOT	২০
যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৬. গ্রামীন ফোন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প	বিটিআরসি-র লাইসেন্স-এর আওতায়	৪৫৩৪
	১৭. পেসিফিক টেলিকম নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ প্রকল্প		২১৫৬
	১৮. র‌্যাংকসটেল পিএসটিএন প্রকল্প		২৩০
	১৯. সাডকম ডিএনএস আর্থ সেটেলাইট স্টেশন নির্মাণ		১৬
	২০. বাংলাট্রেক ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন গেটওয়ে প্রজেক্ট		৬৭
	২১. এমএন্ডএইচ টেলিকম ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ প্রকল্প		৬৬
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	২২. সঞ্চালক আইসিটি প্রোগ্রাম	কতিপয় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত	৫০

IPFF প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প তালিকা

প্রকল্পের খাত	প্রকল্পের নাম	PPP মডেল	প্রকল্পের ব্যয় (কোটি টাকা)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১. ডরিন পাওয়ার জেনারেশনস এন্ড সিস্টেমস লিমিটেড (প্রতিটি ২২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন টাংগাইল ও ফেনীতে স্থাপিত ৩টি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট)	BOO	৩৪৩
	২. ডরিন পাওয়ার হাউস এন্ড টেকনোলজিস লিমিটেড (ফেণীর মহীপালে স্থাপিত ১১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট)	BOO	৫৬.৪৩
	৩. রজেন্ট পাওয়ার লিমিটেড (চেটগ্রামের বারবকুন্ডে স্থাপিত ২২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট)	BOO	১১০.৮২

	৪. মালঞ্চ হোল্ডিংস লিমিটেড (চট্রগ্রাম ইপিডেড এ স্থাপিত ৪৪ মেগাওয়াট ক্যাভটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট)	BOO	১৯১.৯
	৫. মালঞ্চ হোল্ডিংস লিমিটেড (চট্রগ্রাম ইপিডেড এ স্থাপিত ৩৫ মেগাওয়াট ক্যাভটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট)	BOO	১৬৪.৯

IIFC কর্তৃক কারিগরি সেবা প্রদানকৃত PPP উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

প্রকল্পের খাত	প্রকল্পের নাম	PPP মডেল	প্রকল্পের ব্যয় (কোটি টাকা)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১. মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	২১০০
	২. সামিট পাওয়ার ৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১২৫
	৩. সামিট উত্তরাঞ্চল বিদ্যুৎ কোম্পানির আওতায় ৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১৯৭
	৪. সামিট পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ কোম্পানির আওতায় ৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	৩০০
	৫. VERL ৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা	BOO	১২০
	৬. BEDL ৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট	BOO	১৮৩
	৭. ঢাকা ইপিজেড-এ মালঞ্চ হোল্ডিং লি. এর ৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১৬৫
	৮. শাহ সিমেন্ট ১১.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কেপটিভ পাওয়ার প্লান্ট	৫৯
	৯. থার্মেক্স ট্রেডের সিএনজি স্টেশন নির্মাণ	পেট্রোবাংলার লাইসেন্সের আওতায়	৫.৫০
	১০. হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১৬২৮
	১১. খুলনা ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	৫০০
	১২. হরিপুর ১১৫ মেগাওয়াট বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	৫৩৫
	১৩. বাঘাবাড়ি ওয়েষ্টমন্ট ১৩০ মেগাওয়াট বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	৫৯৫
	১৪. ডরিন পাওয়ার জেনারেশনস এন্ড সিষ্টেমস লিমিটেড (প্রতিটি ২২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন টাংগাইল ও ফেনীতে স্থাপিত ৩টি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট)	BOO	৩৪৩
	১৫. ডরিন পাওয়ার হাউস এন্ড টেকনোলজিস লিমিটেড (ফেণীর মহীপালে স্থাপিত ১১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট)	BOO	৫৬.৪৩
	১৬. রজেন্ট পাওয়ার লিমিটেড (চেটগ্রামের বারবকুন্ডে স্থাপিত ২২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট)	BOO	১১০.৮২
	১৭. মালঞ্চ হোল্ডিংস লিমিটেড (চট্রগ্রাম ইপিজেড এ স্থাপিত ৪৪ মেগাওয়াট ক্যাভটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট)	BOO	১৯১.৯
	১৮. মালঞ্চ হোল্ডিংস লিমিটেড (চট্রগ্রাম ইপিজেড এ স্থাপিত ৩৫ মেগাওয়াট ক্যাভটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট)	BOO	১৬৪.৯
	১৯. আশুলিয়া ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	২০৯
	২০. নরসিংদী ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BOO	১৪২
	২১. কুমিল্লা ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (চান্দিনা)	BOO	১১২
	২২. জাঙ্গালিয়া ৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুমিল্লা	BOO	১৪০
	২৩. রূপগঞ্জ ৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ	BOO	১২৬
	২৪. মাওনা ৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গাজীপুর	BOO	১৪০
নবায়ন-যোগ্য জ্বালানি	২৫. IDCOL সোলার এনার্জি প্রোগ্রাম	এনজিও এবং বেসরকারি খাত কর্তৃক বাস্তবায়িত	২০০৬
	২৬. জাতীয় বায়োগ্যাস জৈব সার প্রকল্প		২১৫
	২৭. বায়োমাস ভিত্তিক ২৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প	বিইআরসি-র লাইসেন্স-এর আওতায়	২.৫০

প্রকল্পের খাত	প্রকল্পের নাম	PPP মডেল	প্রকল্পের ব্যয় (কোটি টাকা)
	২৮. বায়োগ্যাস ভিত্তিক ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প	সরকারি লাইসেন্স-এর আওতায়	০.৫০
বন্দর ও যোগাযোগ	২৯. পানামা হিলি স্থল বন্দর নির্মাণ	BOT	১৮
	৩০. পানামা সোনামসজিদ স্থল বন্দর নির্মাণ	BOT	২০
যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩১. গ্রামীন ফোন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প	বিটিআরসি-র লাইসেন্স-এর আওতায়	৪৫৩৪
	৩২. পেসিফিক টেলিকম নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ প্রকল্প		২১৫৬
	৩৩. র‍্যাংকসটেল পিএসটিএন প্রকল্প		২৩০
	৩৪. সাডকম ডিএনএস আর্থ সেটেলাইট স্টেশন নির্মাণ		১৬
	৩৫. বাংলাট্রেক ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন গেটওয়ে প্রজেক্ট		৬৭
	৩৬. এমএন্ডএইচ টেলিকম ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ প্রকল্প		৬৬
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩৭. সঞ্চালক আইসিটি প্রোগ্রাম	কতিপয় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত	৫০

বিঃদ্রঃ- তালিকায় উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও আরো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প উন্নয়নে IIFC কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

বিভিন্ন দেশের PPP কাঠামোর তুলনা

Public-Private Partnership (PPP)- এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ তরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০০৪ সালে Private Sector Infrastructure Guidelines জারী করে। উক্ত গাইড লাইনস্ প্রণয়নের পর ইতোমধ্যে প্রায় ৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এ উদ্যোগের আওতায় কাঙ্খিত বিনিয়োগ হয়নি। এমতাবস্থায়, বিদ্যমান Private Sector Infrastructure Guidelines এর আওতায় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, যাচাই-বাছাই, অনুমোদন, দরপত্র আহবান ,বাস্তবায়ন এবং এসব কার্য সম্পাদনের জন্য গাইড লাইনস্-এ বর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্য পরিধি পরীক্ষা -নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে PPP- এর জন্য অনুসৃত আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে বাংলাদেশে বিদ্যমান কাঠামোর তূলনা করা প্রয়োজন যাতে করে বিদ্যমান কাঠামোর দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে এটিকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার সুপারিশ করা যায়।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ বর্তমানে Public-Private Partnership (PPP)- এর আওতায় বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গাইড লাইন ও আইন প্রণয়ন করেছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে বিদ্যমান ২০০৪ সালে প্রণীত Private Sector Infrastructure Guidelines এর সাথে তুলনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক ২০০৬ সালে জারীকৃত Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Central Sector Public Private Partnership Projects এবং ফিলিপাইন সরকার কর্তৃক ১৯৯৩ সালে প্রণীত The Philippine BOT law- এ দুটিকে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের গাইড লাইনস এর সাথে ভারত এবং ফিলিপাইনের সংশ্লিষ্ট আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নের সারণী-তে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

ক্র. নম্বর	বিষয়	বাংলাদেশ	ভারত	ফিলিপাইন	মন্তব্য
১	রেগুলেটরি কাঠামো	২০০৪ সালের গাইড লাইনস্ অনুসরন করা হচ্ছে।	২০০৬ সালে প্রণীত গাইড লাইনসের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।	ফিলিপাইনে ১৯৯৩ সালে সিনেটে প্রণীত The Philippine BOT law- এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।	
২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	Private Infrastructure Committee (PICOM)- শীর্ষক ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ড PICOM-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে।	ক. Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC) – শীর্ষক ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে, যেটি অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন Department of Economic Affairs (DEA) কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়াও প্রকল্প ব্যয়ের শ্রেণী বিভাগ করে ছোট আকারের (২ সদস্য বিশিষ্ট) কমিটি কর্তৃক প্রাক-চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের কাঠামো কার্যকর রয়েছে। খ. PPPAC-কে সাচিবিক সহায়তা সহ প্রকল্পসমূহের প্রাক-মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের সুপারিশ প্রদানের জন্য DEA -তে সেল/ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। গ. পরিকল্পনা কমিশনে PPP Appraisal Unit স্থাপন করা হয়েছে।	এখানে আলাদাভাবে কোন কমিটি নেই। National Economic Development Authority (NEDA)- এর আওতায় বিভাজিত দায়িত্ব অনুযায়ী PPP সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।	ক.PICOM –এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি একটি বিশাল আকারের কমিটি এবং এত বিশাল কমিটির সভা আয়োজন, যোগাযোগ রক্ষায় অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। খ.তাছাড়া কোন একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে সেল/ইউনিট স্থাপন না করায় একটি অবস্থান থেকে Appraisal –এর মত কারিগরি কাজটি সম্পাদান ব্যাহত হচ্ছে।

ক্র. নম্বর	বিষয়	বাংলাদেশ	ভারত	ফিলিপাইন	মন্তব্য
৩	কার্য পরিধি	PICOM- শুধু এ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়, যোগাযোগ স্থাপন, উৎসাহিতকরণ করে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটির নিকট উপস্থাপনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে।	PPPAC- এর নিকট উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষান্তে তা অনুমোদনের সুপারিশসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। ক. প্রকল্প ব্যয় ২৫০ কোটি রুপি বা তার অধিক এবং জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের ব্যয় ৫০০ কোটি রুপি বা তার অধিক এমন প্রকল্পসমূহ PPPAC- এর নিকট উপস্থাপিত হয়। খ. প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির বেশী কিন্তু ২৫০ কোটি রুপির কম অথবা জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত ২৫০ কোটি রুপির চেয়ে বেশী কিন্তু ৫০০ কোটি রুপির কম ব্যয়ের প্রকল্পসমূহ Standing Finance Committee-(SFC- ৪ সদস্য বিশিষ্ট)-এর সুপারিশসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ধীন অপর কমিটির (২ সদস্য বিশিষ্ট, প্রকল্প ব্যয়ের ভিত্তিতে ২টি কমিটি) নিকট উপস্থাপন করা হয়। এই কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়ে সুপারিশসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। গ. প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির কম হলে এ তা SFC বা Expenditure Finance Committee (EFC- ৪ সদস্য বিশিষ্ট)) কর্তক বিবেচিত হয়ে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।	প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই করে যে গুলোর ব্যয় ৩০ কোটি পেশোর চেয়ে বেশী সেগুলো অনুমোদনের সুপারিশসহ NEDA এর নিকট উপস্থাপন করে।	PICOM- এর মাধ্যমে কেবল সমন্বয়ের কাজ এবং যোগাযোগ সাধন করা হয় বিধায় এর পক্ষে প্রস্তাবসমূহকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না মর্মে ধারণা করা যায়।
৪.	প্রকল্প অনুমোদন	ক. প্রকল্প ব্যয় ৫ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) বা তার বেশী হলে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি খ. প্রকল্প ব্যয় ৫ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) এর চেয়ে কম হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	ক. প্রকল্প ব্যয় ২৫০ কোটি রুপি বা তার বেশী এবং মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি রুপি বা তার বেশী হলে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি খ. প্রকল্প ব্যয় ২৫০ কোটি রুপির কম বা ১০০ কোটি রুপির বেশী এবং মহাসড়ক পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি রুপির কম বা ২৫০ কোটি রুপির বেশী হলে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষ। গ. প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির কম হলে এ তা অনুমোদনের দায়িত্ব প্রাপ্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষ।	ক. প্রকল্প ব্যয় ২০ কোটি পেশো বা তার অধিক এমন প্রকল্পের অনুমোদন NEDA – প্রদান করে। খ. অপরদিকে ২০ কোটি পেশোর চেয়ে কম ব্যয়ের প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়।	

ক্র. নম্বর	বিষয়	বাংলাদেশ	ভারত	ফিলিপাইন	মন্তব্য
৫.	প্রকল্প চিহ্নিত করণ	ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ বা PICOM কর্তৃক ৫ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) ব্যয়ের চেয়ে বেশী ব্যয়ের প্রকল্প চিহ্নিত করে তা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদনের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। খ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ৫ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ের প্রকল্প চিহ্নিত করে তা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য PICOM নিকট উপস্থাপন করা হয়।	ক. প্রকল্প ব্যয় ২৫০ কোটি রুপি বা তার অধিক এবং জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের ব্যয় ৫০০ কোটি রুপি বা তার অধিক এমন প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত করে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনাপূর্বক নীতিগত অনুমোদনের জন্য PPPAC- এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। খ. প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির বেশী কিন্তু ২৫০ কোটি রুপির কম অথবা জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত ২৫০ কোটি রুপির চেয়ে বেশী কিন্তু ৫০০ কোটি রুপির কম প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত হয়ে তা SFC এর সুপারিশসহ ২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নীতিগত অনুমোনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। গ) প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির চেয়ে কম হলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত হয়ে তা SFC অথবা EFC কর্তৃক প্রাক-অনুমোদন করা হয়।	প্রকল্প ব্যয় ২০ কোটি পেশো বা তার অধিক এমন ব্যয় যুক্ত প্রকল্প গুলো সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রিয় সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিহ্নিত হয়ে তা অনুমোদনের জন্য NEDA এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে ২০ কোটি পেশোর চেয়ে কম ব্যয়ের প্রকল্পসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (মিউনিসিপ্যাল, প্রাদেশিক, সিটি এবং আঞ্চলিক) কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়।	ক. বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রায় সকল প্রকল্প চিহ্নিত করণের মাধ্যমে তা তালিকাভুক্তির জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হয় বলে এটিতে দীর্ঘ সূত্রিতা তৈরী হয় যা প্রকল্প গ্রহণে ব্যক্তিখাত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে নিরুৎসাহিত করে । খ. প্রকল্প চিহ্নিত করণে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণের সুযোগ না থাকায় সেক্টরাল ভারসাম্যহীনতা এবং দ্বৈততা সৃষ্টির আশংকা থেকে যায়।
৬.	অনুমোদন বিবেচনার জন্য নির্ধারিত ছকের ব্যবহার	গাইড লাইনস্ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে (দরপত্র, চুক্তি) প্রকল্প বিবেচনার জন্য নির্ধারিত ছক সংযোজনের কথা রয়েছে।	গাইড লাইনস্ এর সাথে বিভিন্ন স্তরে প্রকল্প বিবেচনার জন্য নির্ধারিত ছক সংযোজন করা হয়েছে।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নির্ধারিত ছক সরবরাহ করে।	গাইড লাইনসে উল্লিখিত নির্ধারিত ছকসমূহ সংযোজন না করায় প্রস্তাব প্রেরণ বা প্রক্রিয়া করণে মন্ত্রণালয় এবং আগ্রহী ব্যক্তি উদ্যোক্তা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন যাতে সময় ক্ষেপন হয়।
৭	প্রকল্পের শ্রেণী বিভাগ	ক. বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প যার মূলধন ব্যয় ২৫ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) বা তার বেশী। খ. ক্ষুদ্র অবকাঠামো প্রকল্প যার মূলধন ব্যয় ২৫ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) এর চেয়ে কম ।	ক. প্রকল্প ব্যয় ২৫০ কোটি রুপি বা তার অধিক এবং জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের ব্যয় ৫০০ কোটি রুপি বা তার অধিক । খ. প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির বেশী কিন্তু ২৫০ কোটি রুপির কম অথবা জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত ২৫০ কোটি রুপির চেয়ে বেশী কিন্তু ৫০০ কোটি রুপির কম। গ. প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটি রুপির চেয়ে কম	ক. প্রকল্প ব্যয় ২০ কোটি পেশো বা তার অধিক। খ. প্রকল্প ব্যয় ২০ কোটি পেশোর চেয়ে কম।	বৃহৎ বা ক্ষুদ্র যে কোন ধরনের প্রকল্পই তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটির অনুমোদন আবশ্যক হওয়ায় এটি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক নয়।

ক্র. নম্বর	বিষয়	বাংলাদেশ	ভারত	ফিলিপাইন	মন্তব্য
৮.	নির্বাহী দায়িত্ব	বিনিয়োগ বোর্ড PICOM – এর কাজে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে।	অর্থ মন্ত্রণালয়ভুক্ত DEA কর্তৃক PPPAC-কে সাচিবিক সহায়তা সহ প্রকল্পসমূহের প্রাক-মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের সুপারিশ প্রদানের জন্য DEA -তে সেল/ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকল্পসমূহের জন্য আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধাদি প্রদানের বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহ করা হয়।	PICOM তথা বিনিয়োগ বোর্ড যেহেতু প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ভুক্ত ফলে তাদের পক্ষে সাচিবিক দায়িত্ব পালনে অতিরিক্ত ধাপ অতিক্রম করতে হয় যাতে অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় বিধায় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে।
৯	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ	চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি কর্তৃক Major Terms and Condition Committee নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং প্রাক-নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারিগরি, প্রকৌশল এবং আইনগত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে শর্তাদি চিহ্নিত করে তা PPPACসহ সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রকল্পে জন্য বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহনের মাধ্যমে কারিগরি, আর্থিক উপযোগিতা যাচাইয়ের সাথে শর্তাদি চিহ্নিত করা হয়।	আলাদাভাবে কমিটি গঠন এবং কমিটি কর্তৃক শর্তাদি নির্ধারনে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই কমিটি সাময়িক প্রয়োজনে গঠন করা হয় বলে কাঙ্খিত পেশাদার মতামত পাওয়া যায় না।
১০	রুগ্ন প্রকল্প	গাইড লাইনস্ অনুযায়ী অন্যান্য কারণের সাথে সরকারী নীতির পরিবর্তন, করের হার বৃদ্ধি এবং রাজস্ব প্রণোদনা হ্রাসের ফলে কোন প্রকল্প রুগ্ন হলে তার দায়-দায়িত্ব সরকারের নয়।	এ জাতীয় কোন বিষয় উল্লেখ করা হয় নি।	আইন অনুযায়ী সরকারী কোন নীতি/ব্যবস্থার ফলে কোন প্রকল্প রুগ্ন হলে তার দায়-দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।	রুগ্ন প্রকল্প সংক্রান্ত গাইড লাইনস- এর এ ধারাটি মোটেই ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তা কর্তৃক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের অনুকূল নয়।